R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
স্থাপিত ঃ ১৯১৪

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স গ্রসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে আশ্বিন বুধবার, ১৪০৪ সাল।
১৫ই অক্টোবর, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

বহড়ায় দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন নিয়ে এবারও গোলমাল, গ্রামবাসীদের জিদে প্রতিমা মণ্ডপেই থেকে গেল

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বহড়া গ্রামের প্রাচীন দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের রাস্তা নিয়ে গোলমাল বাধায় প্রতিমা বিসর্জন না হয়ে মন্ডপেই থেকে গেল। গত ২ অক্টোঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং বিডিও অফিসে সর্বদলীয় এক সভায় গ্রামবাসী, পঞ্চায়েত সদস্য এবং পার্শ্ববর্তী মসজিদগুলির ইমামদের উপস্থিতিতে হাতিবান্ধার ভিতর দিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের রাস্তা ঠিক হয়। পরবর্তীতে ৪ অক্টোঃ হাতিবান্ধায় এক সভায় এ ব্যাপারে আপত্তি তোলেন সিপিএমের জনৈকা নেত্রী স্মৃতি রায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৬ অক্টোবর মহকুমা শাসক অফিসে আবার এক সভা হয়। এ সভায় মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, মহঃ গিয়াসুদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত হন। সেখানে গ্রামবাসীরা চিরাচরিত পথ ধানীজমির ভিতর দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যেতে রাজী হন। উল্লেখ্য কয়েক বছর পূর্বে তৎকালীন মহকুমা শাসক সুরেশ কুমার প্রতিমা বিসর্জনের ব্যাপারে ঐ রাস্তা ২১ লিংক চওড়া করে মাটি ও মোড়াম দিয়ে তৈরী করে দেন। আরো জানা যায় বারবার এই ঝামেলা এড়াতে গত বছর রঘুনাথগঞ্জ-২ বিডিওর কথা মতো গ্রামবাসীরা একমত হয়ে বহড়া গ্রাম থেকে ৫ হাজার ও কাশিয়াডাঙ্গা পঞ্চায়েত ৩৫ হাজার টাকা দেন ঐ পথ পাকাপাকিভাবে তৈরীর জন্য। (শেষ পৃষ্ঠায়)

নির্মাণ বা সংস্কারের ক্ষেত্রে নতুন আইন বলবৎ হয়েছে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ এখন থেকে জঙ্গিপুর পৌর এলাকার মধ্যে বাড়ী তৈরী বা সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু নতুন পুর আইন বলবৎ করা হয়েছে। বর্তমানে চতুর্দিকে এক মিটার করে জায়গা ছেড়ে বাড়ী তৈরী করতে হবে। তবে নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র পৌরবাসী যাঁরা সামান্য জায়গার মধ্যে বাড়ী তৈরী করবেন তাঁদের ক্ষেত্রে আইন কিছুটা শিথিল করা হবে। সম্প্রতি পুর-সভাতে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নতুন পুর আইন সমবন্ধে কিছু তথ্য দেন। পুরাতন আইনানুযায়ী কোন নাগরিক পুর রাস্তা বেদখল করলে বা অবৈধভাবে এয়ার ফাউল করলে তাঁদের বিরুদ্ধেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া বাড়ী তৈরীর পর পরবর্তীতে কেউ যদি সীমানার চারধারে বাউন্ডারী ওয়াল দিতে চান, সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ ফুট পর্যন্ত উচ্চতার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পৌরসভায় একটি আবেদন করলেই হবে। পাঁচ ফুটের অধিক উচ্চতার দেওয়াল দিতে গেলে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পেটকাটি প্রতিমা বিসর্জনে অশান্তি রুখতে পুলিশের দু' রাউণ্ড গুলি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১২ অক্টোবর একাদশীর সকালে গদাইপুরের পেটকাটি দুর্গাপ্রতিমা অন্যান্যবারের মতো গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়ানোর সময় জঙ্গিপুর গাড়ীঘাটে টাউন ক্লাবের ছেলেরা প্রতিমার নৌকাটি জোরপূর্বক আটকিয়ে দেয়। এই নিয়ে উভয় পক্ষে বচসা তুঙ্গে ওঠে। ইটের ঘায়ে কয়েকজন আহত হয়। পুলিশ বেগতিক দেখে অশান্তি এড়াতে শূন্যে দু' রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এ ব্যাপারে কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ভাসানের ভীড়ে নৌকাডুবিতে শিশুর মৃত্যু

ধুলিয়ান ঃ গত ১১ অক্টোবর দশমীর রাতে গঙ্গায় দুর্গাপ্রতিমা ভাসানের উৎসবে প্রচুর নৌকার সমাগম হয়। ঠেলাঠেলিতে ধাক্কা লেগে দুটি দর্শনার্থী বোঝাই নৌকা ডুবে যায়। আরোহীরা সকলে উদ্ধার পেলেও অপর পারের বৈষ্ণবনগর থানার পার অনন্ত-পুরের মমতা চৌধুরী নামে এক শিশু কন্যার মৃত্যু হয়।

নূতন শ্মশানঘাটের জায়গা গেলেও প্রশাসনিক ব্যর্থতায় মানুষ বিপাকে

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের একমাত্র শ্মশানঘাট বালিয়া গ্রামের একেবারে নদীর ধারে ছিল। সেটি বর্তমানে ভাঙ্গনে নদীগর্ভে। এই অসুবিধা দূর করতে জনৈক সদাশয় ব্যক্তি নিরঞ্জন মন্ডল নদীর ধারে তাঁর নিজস্ব কয়েক শতক জমি দান করেন। কিন্তু প্রশাসনের অবহেলায় সেই স্থানটিকে নদীর গ্রাস থেকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তার উপর বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিলেও যাত্রীদের আশ্রয় দেবার জন্য একটি ঘরের বন্দোবস্ত আজও করেননি।

শ্যামপুর অবৈধ ফেরীঘাটে নৌকাডুবি

সাগরদীঘি ঃ গত ৯ অক্টোঃ বালিয়া-শ্যামপুর অবৈধ ফেরীঘাটে একটি নৌকা চাল বোঝাই ৮টি সাইকেল ও ১৬টি বলদসহ পারাপারের সময় ভাগীরথীতে ডুবে যায়। নৌকার যাত্রী বালিয়া গ্রামের চিন্ময় দাস কোনরূপে সাঁতার দিয়ে রাজারামপুর ঘাটে ওঠে। জানা যায় ঐ অবৈধ ঘাট দিয়ে প্রতিনিয়ত চাল বোঝাই সাইকেল ও গরু বাংলাদেশে পাচার হয়।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে আশ্বিন বুধবার, ১৪০৪ সাল।

।। 'সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু' ।।

মহাপূজা সমাপ্ত। পৃথিবীর নানাস্থানে দুর্গাপূজা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ হইতে নানা ধরনের দুর্গাপ্রতিমা প্রেরিত হয়। সেই সব প্রতিমায় মৃৎ-শিল্প, শোলা-শিল্প প্রভৃতির উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

শক্তির জন্য এই মাতৃ-আরাধনা। রাবণ-বধের নিমিত্ত দেবীর অনুগ্রহ-শক্তি লাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকালবোধন করেন এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া তিনি রাক্ষসবধে সমর্থ হন।

স্মরণাতীতকালে বহির্ভারতে নানাস্থানে বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে মাতৃ-সাধনার ব্যবস্থা ছিল। মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠা-স্থাপনে মানুষ যে উন্মুখ ছিল, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবীর আরাধনার মধ্য দিয়া অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যখনই অশুভ শক্তি আত্ম-প্রকাশ করে, তখন তাহার বিনাশের জন্য "দেবি, প্রপন্নার্তিহরে, প্রসীদ" বলিয়া শুভ-শক্তির উদ্বোধন ঘটান হয়। দেবতাদের এক এক শক্তি সম্মিলিত হইয়া যে মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা একদিকে যেমন মানুষের আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। সমাজের সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা দূর করিয়া সুস্থসবল সমাজ-জীবনের অনুভবে উন্নত জাতিগঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রের ব্যাপারে একই কথা। যে সব অশুভ দিক রাষ্ট্র পরিচালনার পরিপন্থী, তাহার বিনাশ অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক দিক আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। এখন মানুষের মধ্যে অশুভ শক্তির প্রভাব চরম মাত্রায় লক্ষিত হইতেছে। দেশকে ভুলিয়া স্বস্বার্থ পূরণের তৎপরতা লক্ষণীয়। দেশের মধ্যে কত বিস্ফোরণ, কত হত্যা, কত নর-অপহরণ, কত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের গোপন পাচার চলিতেছে। যে ভারতে পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের এক সময় যথেষ্ট সুনাম ছিল, সেখানে আজ বিভিন্ন ব্যর্থতায় দেশ ক্রমশঃ বিপদের দিকে আগাইতেছে। কাশ্মীরে বিদেশী অপহরণের উপযুক্ত সুরাহা অদ্যাপি হইল না। দক্ষিণভারতে জঙ্গলদস্যু খুশিমত মানুষ অপহরণ করিতেছে। অথচ কোন প্রতিকারই হইতেছে না। দস্যুর শুভবুদ্ধির উদ্রেক করিতে আলাপ-আলোচনা দিনের পর দিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নরহত্যা, বিস্ফোরণ ইত্যাদি ক্রমবর্দ্ধমান। চারিদিকের এই অগ্নিগর্ভ অবস্থার জন্য জনজীবন জেরবার হইতেছে। সরকার শক্তহাতে ইহার অবসান না ঘটাইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। শাসকপক্ষকে এইজন্য তৎপর হইতে হইবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে শারদ-শুভেচ্ছা, দশেরা শুভকামনা দেশবাসীকে যাহা জ্ঞাপক করা হয়, তাহা যেন নিষ্প্রাণ ও অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নিরাপত্তার আশ্বাস কোথায়? তাই অন্তর দিয়া মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তদনুসারে শুভ শক্তির জাগরণের জন্য আয়োজন করিতে হইবে।

৺বিজয়ার জন্য আমরা সকল রাজনৈতিক দল, শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের প্রতি এই আবেদন রাখিতেছি: তাঁহারা জনজীবনের সুস্থতা ও নিরাপত্তার বিধান করুন। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক এবং সর্বসাধারণকে ৺বিজয়ার অভিনন্দন জানাইতেছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

'সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ'।

স্বাধীনতা সংগ্রামী দুর্গাশঙ্কর শুকুল ও বিজয় ঘোষালের স্মরণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ২৮ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বাইন্ধ্যা গ্রামে দুর্গাশঙ্কর শুকুলের বাড়ীতে ব্লক কংগ্রেসের পরিচালনায় প্রয়াত দুর্গাশঙ্কর শুকুল ও প্রয়াত বিজয় ঘোষালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক স্মরণসভা হয়। খবর প্রয়াত ঘোষালের জন্মভিটা সিদ্ধিকালীতে বিজয় ঘোষাল ও দুর্গা শুকুলের নামে দুইটি মশাল জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন বিজয় ঘোষালের দুই পৌত্র মানিক ও হীরু। পরে সেই মশাল নিয়ে মিছিল এসে উপস্থিত হয় বাইন্ধ্যার স্মৃতিসভায়। সভানেত্রী ছিলেন বিজয় ঘোষালের কন্যা লক্ষ্মী ব্যানার্জী। বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শঙ্কর রায়, কালীপদ শীল, বীণা সিংহ, জয়কুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও সম্বর্ধনা জানান হয়। এছাড়া স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক হবিবুর রহমান, মোঃ সোহরাব ও মইনুল হক।

বিজয়ার কোলাকুলি

[বিজয়ার কোলাকুলির সার্বজনীনতা বোঝাতে দাদাঠাকুর ১৩৩২ সালে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ যে কবিতাটি লেখেন সেটির প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করে পুনর্মুদ্রণ করলাম—সম্পাদক]

এস গুরুজন আছ যত,
হই সবাকার পদে নত,
লই শিরে তুলি পদ-ধূলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।
এস সমসাময়িক যারা,
এ যে ভারতের চিরধারা
এস মতভেদ আজ ভুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।
এস স্নেহের বাছারা যত,
সব ছুটে এস অবিরত,
স্নেহে বুকে ধরি সবে তুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।
এস লাট হ'তে চৌকীদার,
চাই আলিঙ্গণ সবাকার,
এস কেরাণী! ঝাঁকা কুলি!
করি বিজয়ার কোলাকুলি।
এস সৌখিন! এস শিকারী!
এস ধনবান! এস ভিকারী!
কাঁধে ল'য়ে ভিক্ষার ঝুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।
এস সাহেব! এস শাসক!
এস কোতয়াল—মহাত্রাসক,
এস ফাঁসিয়ারা! এস শূলী!
করি বিজয়ার কোলাকুলি।
এস ডাকাইত! এস তস্কর!
এস বিপ্লববাদী বর্বর!
যারা খাও মদ, গাঁজা, গুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।
এস কয়েদী! এস পাহারা!
এস যেখানে আছ যাহারা;
আজ দোষ গুণ গিয়ে ভুলি,
করি বিজয়ার কোলাকুলি।

সিপিএমের হাতে কংগ্রেসকর্মী খুনের প্রতিবাদে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ২১ আগষ্ট সুতী ২নং ব্লকের কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী মহঃ ইসমাইলকে সিপিএম গুণ্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা ও তাঁর ভাইকে গুরুতররূপে জখম করে। এই নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে গত ২৭ সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের মহকুমার বিধায়কগণ ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা অতীশচন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে এক বিশাল জনসভা হয়। সেই জনসভায় উপস্থিত নেতারা সিপিএমের গুণ্ডাবাজীর তীব্র নিন্দা করেন ও দোষীদের শাস্তি দাবী করেন। বিরোধী দলনেতা অতীশচন্দ্র সিংহ নিহত ইসমাইলের বিধবা পত্নীর হাতে দশ হাজার টাকা ও তাঁর ভাইয়ের স্ত্রীর হাতে পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করানো যাইতেছে যে নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তির বর্ত্তমান মালিক ও দখলীকার আমি এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনিল চট্টোপাধ্যায় ও অপর ভ্রাতা অধুনামৃত বনমালী চট্টোপাধ্যায় এর ওয়ারীশগণ হইতেছি। নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যদি কেহ উপরে বর্ণিত মালিকগণ ব্যতীত অপর কাহারও কাছে খরিদ করেন তাহা হইলে তিনি/তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে খরিদ করিবেন। উক্ত বিক্রয়ের ব্যাপারে আমরা দায়ী হইব না বা থাকিব না।

তপশীল : জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা সাগরদীঘি, মৌজা সূর্য্যপুর। খং নং L.R. ৯৯, দাগ নং ১৬৬, ১৭৫, ১৮০, ১৭৮, ১৭৯ ১৭৮/৪১৩ পরিমাণ ১.৫০ একর, ০.৩২ একর, ০.৪৪ একর, ০.৫২ একর, ০.২৮ একর, ০.৩৩ একর মোট ৩.৩৯ একর।

অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, পিতা ৺ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা—২৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ও দখলকারিণী দফরপুর সাকিমের অধুনামৃত অশ্বিনীকুমার দাসের ৭ কন্যা সমানাংশে হইতেছেন এবং বর্তমানে নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে মোকর্দমা বিচারাধীন রহিয়াছে। এমত অবস্থায় যদি কেহ নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি খরিদ করেন তাহা হইলে তিনি তাহা সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং তাহার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাধ্য থাকিবেন না।

তপশীল : জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা দফরপুর, Rs. খং নং ১০৭২, দাগ নং ১৩৫৫, পরিমাণ ৩.০৪ শঃ মধ্যে অর্ধাংশ ১.৫২ শতক উত্তরাংশ।

৺বিমলা রায় মৃত্যুান্তে ওয়ারীশগণ ও শ্রীমতী কমলা রায়, শ্রীমতী সরস্বতী দাস, শ্রীমতী সুকেশ দাস, শ্রীমতী শঙ্করী দাস ও শ্রীমতী করুণা দাস পক্ষে শ্রীসোমেন্দ্রকুমার রায়, পিতা ৺সিংহেশ্বর রায়, সাং কান্তনগর, থানা সাগরদীঘি, জেলা মুর্শিদাবাদ।

কি কিনবেন কোথায় কিনবেন

পুজোয় চাই বাটার জুতো

পুজোর সর্বাঙ্গীণ আনন্দ বাড়িয়ে তুলে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটাতে চাই জুতো। আর জুতোর জগতে সেরা নাম একটাই *'বাটা'*। *বাটার* সবরকম জুতোর সমারোহ আমাদের এখানে, এই শহরেই। আসুন পছন্দসই *বাটার* জুতো কিনুন। টেকসই, পছন্দসই, মানানসই সব বয়সের জন্য।

অনুমোদিত ডিলার—

অরিজিৎ দে

(ভি. আই. পি দুলুর দোকানের পাশে)

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

সগর্বে ফিরে দেখা পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের কুড়ি বছর

কৃষি উৎপাদন প্রগতির এক নতুন দিশা

কৃষি উৎপাদন-ই রাজ্যকে নিয়ে যায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে। আজ যা পশ্চিমবঙ্গে প্রমাণিত। বামফ্রন্ট সরকারের বিশেষ প্রয়াসে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। খাদ্য উৎপাদনে বামফ্রন্ট সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করেছে।

বিশেষ সাফল্য :

★ খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সাফল্য
★ ধান উৎপাদনে অগ্রগণ্য
★ সবজীচাষে অগ্রগতি
★ শুধু জমি বিতরণ-ই নয়, ভূমি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, উন্নতমানের বীজ এবং সার প্রয়োগে উৎপাদনে সাফল্য
★ একই জমিতে একাধিক শস্য উৎপাদনে বিশেষ সাফল্য
★ সুষম সার ব্যবহারে অগ্রণী
★ সক্ষম কৃষিজীবিদের সহজসাধ্য ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবস্থা।

নতুন শতাব্দীর প্রাক্কালে কৃষি উৎপাদনে সফলতার মাধ্যমে রাজ্যকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

A BIRLA PRODUCT

শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

CENTURY'S

VISHWAKARMA

Century Cement

একটি সম্পূর্ণ সিমেন্ট

AN ISO 9002 COMPANY

Lonkad

৺বিজয়ার প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

অজিত বারিক

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

প্রতিমা মণ্ডপেই থেকে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু দেখা যায় ঐ রাস্তার কাজ কিছুমাত্র হয়নি। রাস্তাটি ২১ লিংক চওড়া না হওয়ায় এবার গ্রামবাসী ঐ পথ ব্যবহারে রাজী হন না। শেষ খবর গত ১৩ অক্টোবর সরকার নির্দ্ধারিত বিসর্জনের শেষ দিনে জেলা শাসকের প্রতিনিধি হিসাবে ডি এল আর ও পুলিশ ফোর্স নিয়ে বহড়া গ্রামে আসেন ও প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য চাপ দেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা ধানীজমির মধ্যে দিয়ে রাস্তাটি ঠিকমত চওড়া না হওয়ায় প্রতিমা নিয়ে যাওয়া অসুবিধাজনক বলে উল্লেখ করেন। তাঁরা জানান - জমির মালিকরা ফোর্স থাকায় এখন চুপ থাকলেও পরে প্রতিমার পাট তুলে আনার সময় হাঙ্গামা বাধাতে পারে। ডি এল আর ও গ্রামবাসীদের অনুরোধ করেন যে করেই হোক ঐ দিন প্রতিমা নিরঞ্জন করতে। প্রয়োজনে নিকটবর্তী কোন পুকুরেও বিসর্জন সম্পন্ন করতে বলেন। কিন্তু গ্রামবাসী রা রাজী হন না। অগত্যা ডি এল আর ও ফিরে যান। এদিকে এই স্পর্শকাতর এলাকায় পুজোর পর পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে। ফলে গ্রামবাসীরা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আশঙ্কায় ভুগছেন।

পুর আইন বলবৎ হয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাড়ীর মালিককে দেওয়ালের ও জায়গার প্ল্যান ও এস্টিমেট দাখিল করে পৌরসভার অনুমতি নিতে হবে। এছাড়া পুরাতন বাড়ীর সংস্কার কার্য বা নতুন কোন বর্দ্ধিত নির্মাণ কাজ হলে সেই বাড়ীর পূর্বের প্ল্যান ও বর্তমানে মালিক কি করতে চাইছেন তার সম্পূর্ণ ড্রয়িং পুরসভায় জমা দিতে হবে। নতুন বাড়ী তৈরীর ক্ষেত্রেও জায়গার নকশাসহ পরিকল্পিত বাড়ীর প্ল্যান ও এস্টিমেট পুরসভা থেকে পাশ করতে হবে। বাড়ী নির্মাণ, সংস্কারইত্যাদি কাজে পুরসভাকে সহায়তা করাতে পুরসভার লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাঁচজন এল বি এস বা লাইসেন্সড্ বিল্ডিং সার্ভেয়ারকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনাররা এল বি এসদের নিয়ে নির্মাণ বা সংস্কার কার্যে আইনী বা বেআইনী সমস্ত কিছু দেখাশোনা করবেন। গত ৩০ ডিসেম্বর '৯৬ থেকে এই পুর আইন সরকার চালু করলেও জঙ্গিপুর পুরসভা চলতি বছরের শুরু থেকে এই নিয়ম মেনে চলছেন বলে পুরপতি জানান। এই নিয়ম কেউ ভঙ্গ করলে পুরসভা শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেইসব বেআইনী নির্মাণ কাজ ভেঙ্গে দেবে এবং নির্মাণ বা সংস্কারের প্রকৃতি অনুযায়ী জরিমানা আদায় করবে।

৺বিজয়ার অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ ২০% সরকারী ছাড়।

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *অচিন্ত্য মনিয়া* সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— *ডাঃ সাহা*

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।